রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ২০, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ শ্রাবণ ১৪২১/১৭ জুলাই ২০১৪

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৩.২৫৭—গত ৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে হেগ-এর পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সালিশি ট্রাইব্যুনাল (arbitral tribunal) বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায় ঘোষণা করেছে। এ রায়ের ফলে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইলের (৩৭০ কিলোমিটার) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (exclusive economic zone) এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপান (continental shelf) অঞ্চলে বাংলাদেশের অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত হল এবং ভারতের সঙ্গে সুদীর্ঘ ৪০ বছরের বিরোধের শান্তিপূর্ণ অবসান হল।

২। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব এবং সমুদ্রসম্পদের বিপুল সম্ভাবনার বিষয় সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন। ১৯৭৪ সালে সমুদ্র এবং সমুদ্রসম্পদের ওপর দেশের জনগণের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'The Territorial Waters and Maritime Zone Act' প্রণয়ন করা হয়। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশেই প্রথম এ ধরনের আইন পাশ করা হয়।

৩। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন অনুযায়ী ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সাহসী, দূরদর্শী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালে বাংলাদেশ ও

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে অমীমাংসিত ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (exclusive economic zone) এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপান (continental shelf) অঞ্চলে সকল প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার লাভ করে। এই দুইটি রায়ে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে সর্বমোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র-অঞ্চল লাভ করে, যা মূল ভূখন্ডের ৮০.৫১ ভাগ। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা করা যায়।

৪। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার স্বার্থে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ওপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান ও কার্যকর কৌশল গ্রহণ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি এবং তদানীন্তন ও বর্তমান মন্ত্রিসভা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিশেষত বাংলাদেশ নৌবাহিনী, আইনজীবীবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এ ঐতিহাসিক জয় অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

৫। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং এ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৩০ আষাঢ় ১৪২১/১৪ জুলাই ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৩০ আষাঢ় ১৪২১/ ১৪ জুলাই ২০১৪ তারিখের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা ঃ ৩০ আষাঢ় ১৪২১ / ১৪ জুলাই ২০১৪

গত ৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে হেগ-এর পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সালিশি ট্রাইব্যুনাল (arbitral tribunal) বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায় ঘোষণা করেছে। এ রায়ের ফলে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইলের (৩৭০ কিলোমিটার) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (exclusive economic zone) এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপান (continental shelf) অঞ্চলে বাংলাদেশের অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত হল এবং ভারতের সঙ্গে সুদীর্ঘ ৪০ বছরের বিরোধের শান্তিপূর্ণ অবসান হল।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব এবং সমুদ্রসম্পদের বিপুল সম্ভাবনার বিষয় সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন। ১৯৭৪ সালে সমুদ্র এবং সমুদ্রসম্পদের ওপর দেশের জনগণের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'The Territorial Waters and Maritime Zone Act' প্রণয়ন করা হয়। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশেই প্রথম এ ধরনের আইন পাশ করা হয়।

২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন অনুযায়ী ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সাহসী, দূরদর্শী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালে বাংলাদেশ মিয়ানমারের সংগে সমুদ্রসীমা নির্ধারণী সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে অমীমাংসিত ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (exclusive economic zone) এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাহিরে মহীসোপান (continental shelf) অঞ্চলে সকল প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার লাভ করে। এই দুইটি রায়ে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে সর্বমোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র-অঞ্চল লাভ করে, যা মূল ভূখন্ডের ৮০.৫১ ভাগ। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার স্বার্থে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ওপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান ও কার্যকর কৌশল গ্রহণ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি এবং তদানীন্তন ও বর্তমান মন্ত্রিসভা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিশেষত বাংলাদেশ নৌবাহিনী, আইনজীবীবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এ ঐতিহাসিক জয় অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং এ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd